IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের নারীচরিত্র।

অপূর্ব লাল মজুমদার

নাটকের চরিত্র হলো নাটকের প্রাণ। নাটকের চরিত্র গুলি দ্বন্দ্ব.সংঘাতের মধ্যে দিয়ে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল তার ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছুটা নতুনত্ব আনয়ন করেছেন। চরিত্রগুলির সঠিক বিকাশে নাট্যকার বিশেষ যত্নবান হয়েছেন।

ঃতারাবাঈঃ নাটকের দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। তারাবাঈ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার রাজপুত নারীর শৌর্য বীর্য ও ক্ষত্রিয় নারীর দৃঢ়তার চিত্র এঁকেছে। রাজপূত রমণীর যে বীরত্ব তারাবাঈয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেএ সেই ধারাই পরবর্তী নাটকগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ বেশে তারাবাঈয়ের শিকার যাত্রা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা যেমন রয়েছে তেমনি তার মধ্যে প্রেমের বলিষ্ঠতাও রয়েছে। এমনকি প্রেমের চেয়ে দেশ প্রেম তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল।

ঃতারাবাঈঃ নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য হল সূর্যমূল চরিত্র। তার মধ্যে এক দিকে রয়েছে ভ্রাতৃপ্রেম ও স্নেহবাৎসল্য অন্যদিকে রয়েছে রাজ্য লাভের আকাঙ্খা। এই দুই বিষয় সূর্যমলের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার লোভ সম্বরন করতে না পেরে ভাই ও সন্তানদের প্রতি অবিচার করেছে।

ঃতারাবাঈঃ নাটকে আর একটি চরিত্র হল তমসা। নাটকের অগ্রগতি সাধনে চরিত্রটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সূর্যমলের হৃদয়ে মেবারের রানা সুপ্তাকাক্ষাররূপ বীজে নিয়ত জল সিঞ্চনের কাজটা করে গিয়েছে এই তমসা চরিত্রটি। এই চরিত্রটির মধ্যে শেক্সপিয়ারের লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের প্রভাব রয়েছে।

প্রতাপসিংহ নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে ইরা। তবে এই চরিত্রটি নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। এই নাটকে ইরা হয়ে উঠেছে ভাবাদর্শের প্রতীক। দেশপ্রেমের চেয়ে পরপকার ও বিশ্বপ্রেম এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ঃ পরবর্তী নাটক ঃমেবার পতনঃ এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

এই নাটকে আরও দুটি চরিত্র রয়েছে মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসা। তবে এই চরিত্র দুটি বিপরীতমুখী। যেখানে দৌলতউন্নিসা স্থির ও অবিচলএ সেখানে অন্যদিকে মেহেরউন্নিসা চঞ্চল ও মুখর। উভয়েই শক্তসিংহের প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু শেষপর্যন্ত আবার মেহেরউন্নিসাই সঙ্কীর্নচিত্ত পিতার কাছে শক্তসিংহের সঙ্গে দৌলতের বিবাহের ব্যাপারে দরবার করেছে। বিচার প্রবনএ যুক্তিবাদী মনুষত্বের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে মেহেরউন্নিসা এই নাটকে দেখা দিয়েছে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে নুরজাহানই হলো প্রথম সার্থক ট্র্যাজিক নারী চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে মূলত ইতিহাসের আশ্রয়প্রার্থী হলেও সমগ্র নাটকের পুঙ্কানুপুঙ্খ বিচারে দেখা যায় নাট্যকার ইতিহাসের কাঠামোটিকে বজায় রেখে বহু কল্পনার রঙে নুরজাহান চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন।

এখানে নুরজাহান শুধুমাত্র ভারতের সর্বময় অধীশ্বর নন। আবেগ বিবেকের দর্শনের ক্ষত বিক্ষত অসহায় নারী ও বটে। না পাওয়ার বেদনা তাকে কতটা উগ্র ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, তা বোঝা যায় ডক্ট অজিত কুমার ঘোষের মূল্যায়নে। সমগ্র ‘নুরজাহান নাটকের মধ্যে আমরা যেন একটি ক্রুদ্ধ ঝটিকার উন্মুক্ত অভিযান লক্ষ্য করি। সেই ঝটিকার রক্তচক্ষু ও পক্ষ বিস্তারের অভ্যাস প্রথম দৃশ্যেই দেখি এবং শেষ দৃশ্যে তাহার দলিত, বিধ্বস্ত, সর্বহারা রূপ চতুর্দিকে আতঙ্ক বিস্তার করিয়া প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।’

একদিকে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও অন্যদিকে ক্ষমতা ও কামনা লালসার দ্বন্ধ সমগ্র নাটকে নুরজাহান কে নিয়ে খেলা করেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কে বিয়ে করলেও শেষ পর্যন্ত স্বামী হত্যাকারী জাহাঙ্গীরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন ভেতরে ভেতরে প্রজ্বলিত হয়েছে। নুরজাহান একদিকে যেমন ক্ষমতা লোভী, শয়তানী অন্যদিকে তেমন প্রেমিকা ও ভারতীয় নারী। এই দ্বৈত সত্ত্বা ও সংঘাত ময়তার মধ্যে দিয়ে চরিত্রটি ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে।

নুরজাহান নাটকে লায়লা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নুরজাহানের আত্নজা লায়লা মনে তার মায়ের প্রতি যুগপৎ ভালোবাসা ও ঘৃণার মনোভাবকে নাট্যকার এ নাটকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে। লায়লার প্রেম, বিবাহ, রুগ্ন স্বামীর জন্য কাতরতা, মায়ের প্রতি ক্রোধ ও ভালোবাসা এবং সর্বোপরি তার একাকীত্ব তাকে আশ্চর্য ব্যক্তিত্বময় করে তুলেছে।

শের খাঁ ও মেহেরউন্নিসা এর কন্যা লাডলি বেগমই দ্বিজেন্দ্রলালর নাটকের লায়লা চরিত্র। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ সন্তান শারিয়ারের সঙ্গে লাডলি বেগমের বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বয়ং সম্রাট উপস্থিত ছিলেন এবং কন্যাপন রূপে সম্রাট স্বয়ং এক লক্ষ্ মুদ্রা প্রদান করেন। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতেই এসব তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইতিহাসের সেই শুষ্ক তথ্য পরিহার করে দিজেন্দ্রলাল লায়লা কে একেবারে রক্তমাংসের মানুষরূপে জীবন্ত তুলেছেন। প্রথম অঙ্কে সে নিত্যান্ত কিশোরী। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক বাবার মৃত্যুশোক থেকে উঠে আসা লায়লার ঘৃণা ও বিদ্রুপ প্রায় অগ্নিশেলের মতোই সম্রাট জাহাঙ্গীরের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে সে তার পিতৃহন্তাকে বিবাহ করার জন্য মা নুরজাহানকে ঘৃণা ও বিদ্রুপ করেছে। লায়লা যন্ত্রণার ভাষা পেয়েছে তাঁর গানের মাধ্যমে সুতরাং লায়লা একটি প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে এই নাটকে।শাজাহান নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল পিয়ারা। পিয়ারা সুজার স্ত্রী। প্রতিপ্রেমে সতীত্বর মহিমায় ও একনিষ্ঠায় সে উজ্জ্বল। পিয়ারা যথার্থ প্রেমময়ী। যুদ্ধোস্বাদ ও আত্মঅভিমানে স্ফীত সুজাকে সে যুদ্ধের নেশায় মত্ত থাকা থেকে নিবৃত্ত করেছে। সুজা এই বিষয়টি বুঝতে পারেন, তাই তিনি বলেন : ‘এই রকম করে সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়া রাখে।’ পিয়ারাও তাঁর এই প্রবণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই হাস্য পরিহাসে, কৌতুকে উজ্জলতায়, গানে গানে সে নিজের চারপাশকে ভরিয়ে রাখতে চায়। তার কথাবার্তার এই বিষয়ে স্পষ্ট। নাটকে পিয়ারা এক হাস্যপরিহাস নারী রূপে দেখা দিয়েছে।

‘সাজাহান’ নাটকে মহামায়া চরিত্রটিকে পাই রাজপুত ইতিহাসের একটি প্রতীক পরিচিত হিসেবে। মহামায়া যোধপুরপতি যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী। এই বীরঙ্গনা যুদ্ধে পরাজিত স্বামীর প্রতাবর্তন সহ্য করতে পারেনি। তাই তিনি দুর্গদ্বার বন্ধ করে প্রবেশে বাধা দিয়েছেন। কারণ পরাজিত স্বামীকে বরণ করা রাজপুত রমণীর আদর্শ নয়। মহামায়া নামকরনের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল যেন চিন্ময়ী রূপে দেশ জননীকে চিহ্নিত করেছেন।

জহরৎউন্নিসা দারার কন্যা। জহরৎ কে আমরা নাটকের আবেগময় মুহূর্তে বারবার দেখেছিএ চরিত্রটি বালিকা এবং সব সময় উচ্ছ্বাসের চড়া পর্দায় বাধাঁ। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজপুতানার মরু প্রান্তে ক্ষুধার্তএ পিপাসার্তএ নিদ্রিত জহরৎ কে দেখি পিতা.মাতার সঙ্গে।

আবার চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সিপার ও জহরৎতের কথাবার্তার মধ্যে একবারও দুটি বালক. বালিকার কথা বলে মনে হয়না। রাত্রিকালে সিপারকে জহরৎ যখন বশে ক্কক্ক ৯আমরা এই রকম বন্য জন্তুর মত বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িতএ হত্যাকারীর মতো এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছিএ পথের ভিখারীর মতো এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ। ৬

নাটকের শেষে জহরৎ ঔরঙ্গজেব কে যে অভিশাপ দিয়েছে তার মধ্যে তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৯সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়এ যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করেএ যাতে মরবার সময় তোমার ঐ উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুনার এক কনাও না পাও।৬

এইভাবে দ্বিজেন্দ্র নাটকে নারীচরিত্র গুলি কখনো প্রেমময়ীরূপেএ কখনো আবেগী বা কখনো দীপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাই নারীচরিত্র গুলি হয়ে উঠেছে এক একটি স্বতন্ত্র ও স্বত্স্ফূর্ত।

সহায়ক গ্রন্থতালিকা

১৩ আচার্য দেবেশ কুমারএ সাহিত্যের ইতিহাস ;আধুনিক যুগদ্ধ ইউনাইটেড বুক এজেন্সিএ কলকাতা 2007 ।

২৩ ঘোষ অজিত কুমারএ বাংলা নাটকের কথা সাহিত্যলোকএ কলকাতার 1996 ।

৩৩ ঘোষ অজিত কুমারএ বাংলা নাটকের ইতিহাসএ দেজ পাবলিশিংএ কোলকাতা।

৪৩ চৌধুরী দর্শনএ বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসএ পুস্তক বিপনিএ কলকাতা।

৫৩ ভট্টাচার্য্য সাধন কুমারএ নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনাএ দেজ পাবলিশিংএ কোলকাতা।

৬৩ ভট্টাচার্য্য সাধন কুমারএ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচারএ জিজ্ঞাসা কলকাতা।

৭৩ রায় দ্বিজেন্দ্র লালএ দুর্গাদাসএ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৮৩ রায় রথীন্দ্রনাথএসম্পাদিত দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডএ সাহিত্য সংসদ কলকাতা।

৯৩ রায় রথীন্দ্রনাথএ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ক্ক কবি ও নাট্যকারএ সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেডএ কলকাতা।

১০৩ মুখোপাধ্যায় বলাচাঁদএ বিজেন্দ্র দর্পণএ বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডএ কলকাতা।

১১৩ সেন দীপান্বিতাএ দ্বিজেন্দ্রলালএ জীবন সৃষ্টিএ আনন্দ প্রকাশন কলকাতা।

১২৩ সেন রুদ্রপ্রসাদএ বাংলা সাহিত্যএ সেক্সপিয়ারের প্রভাব।

১৩ঢ হালদার গোপালঃ বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা দ্বিতীয় খন্ড অরুণা প্রকাশনী।

১৪ঢ এছাড়াও কিছু পত্র.পত্রিকা এবং গবেষণা নির্দেশক শ্রদ্ধেয় ডক্ট সৌমিক কর মহাশয়ের আলোচনা আমরা গবেষণা নিবন্ধ রচনায় বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।